হ্যান্ডআউট

সিআইজি ও নন-সিআইজি খামারী সমাবেশ

ভেড়া পালন সিআইজি

উপদেষ্টা
ডা: মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা
পরিচালক
পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সম্পাদনায়
ডা: মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন খান
ট্রেনিং এন্ড কমুউনিকেশন স্পেশালিস্ট
পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সহযোগিতায়

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) ঃ প্রাণিসম্পদ অংগ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
www.natpdls.gov.bd

ভেড়ার উন্নত জাত নির্বাচন ঃ

উন্নত জাতের ভেড়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সর্ম্পকে আলোচনা ঃ বাংলাদেশে যে সকল ভেড়া পাওয়া যায় এরা মূলত দেশী জাতের ভেড়া। কৃষি পরিবেশগত অবস্থান অনুসারে বাংলাদেশে ৩ (তিন) ধরণের ভেড়া পাওয়া যায়-

১. বরেন্দ্র এলাকার ভেড়া
২. যমুনা অববাহিকার ভেড়া
৩. উপকুলীয় অঞ্চলের ভেড়া

বরেন্দ্র এলাকার ভেড়া ঃ

- এ জাতের ভেড়া রাজশাহী, চাঁপাইনওয়াবগঞ্জ, নওগাঁ ও নাটোর এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়।
- এদের মুখমণ্ডল ও পা এর রং কালচে খয়েরী
- সাধারণত মুখে, পায়ে ও পেটে কোন উল নেই
- এদের উল বছরে ২-৩ বার কাটা যায় এবং প্রতি বারে ০.৫-০.৮ কেজি উল উৎপন্ন হয়
- উল মোটা এবং বুনন ক্ষমতা কম
- গায়ের রং সাদা, খয়েরী বা এর মিশ্রন
- ভেড়া শিংযুক্ত কিন্তু ভেড়ী শিংবিহীন, শিং এর রং সাধারণত কাল
- ভেড়া ৫-৬ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়, ১০-১২ মাস বয়সেই বাচ্চা দেয় এবং বছরে দু'বার বাচ্চা দেয় এবং গর্ভকাল ১৪৫-১৪৮ দিন
- প্রতি বারে ১-৩টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চার গড় মৃত্যুর হারও কম (৫%)
- একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার ওজন ২২-৩০ কেজি এবং ভেড়ীর ওজন ১৫-২৫ কেজি
- পর্যাপ্ত খাবার এবং উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দৈনিক ৫০-৭০ গ্রাম হারে ওজন বৃদ্ধি পায়।

যমুনা অববাহিকার ভেড়া ঃ

- এ জাতের ভেড়া টাঙ্গাইল, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ বগুড়া, গাইবান্ধাসহ যমুনা অববাহিকা এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়।
- এদের গায়ের রং সাদা, হালকা থেকে গাঢ় বাদামী, কালচে খয়েরী, সাদা-কালো মিশানো হতে দেখা যায়
- এদের মুখ খয়েরী, চোয়ালের দু'পাশ সাদাটে বাদামী
- এদের সাধারণত মুখে, পায়ে ও পেটে কোন উল নেই
- ভেড়া তুলনামুলক বড় ও পেঁচানো শিংযুক্ত কিন্তু ভেড়ী শিংবিহীন
- উল লম্বায় ছোট এবং মোটা এবং বছরে ২ বার কাটা যায় এবং প্রতি বারে ০.৪-০.৬ কেজি উল উৎপন্ন হয়
- ভেড়া ৫-৬ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়, ১০-১২ মাস বয়সেই বাচ্চা দেয় এবং বছরে দু'বার বাচ্চা দেয় এবং গর্ভকাল ১৪৫-১৪৮ দিন
- প্রতি বারে ২-৩টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চার গড় মৃত্যুর হারও কম (৫%)
- একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার ওজন ১৮-২৫ কেজি এবং ভেড়ীর ওজন ১২-২২ কেজি
- এই ভেড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে এরা তুলনামূলকভাবে বরেন্দ্র এলাকার ভেড়ার তুলনায় ছোট এবং আর্দ্র স্যাঁত-স্যাঁতে পরিবেশে বেশী অভ্যস্ত
- পর্যাপ্ত খাবার এবং উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দৈনিক ৩০-৫০ গ্রাম হারে ওজন বৃদ্ধি পায়।

উপকুলীয় অঞ্চলের ভেড়া ঃ

- এ জাতের ভেড়া পটুয়াখালী, ভোলা, হাতিয়াসহ নোয়াখালী, চট্রগ্রামও লক্ষীপুরের উপকুলীয় চরাঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।

- এ ধরণের ভেড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট হলো এরা উপকুলীয় লোনা স্যাঁত স্যাঁতে চারণ ভূমিতে চরে অভ্যস্ত
- এদের গায়ের রং সাধারণত সাদা বা হালকা থেকে গাঢ় বাদামী রং এর হয়ে থাকে
- এদের সাধারণত মুখে, পায়ে ও পেটে কোন উল নেই
- কান তুলনামুলকভাবে ছোট
- ভেড়ার শিং তুলনামূলক বড় ও রং বাদামী যা ভেড়ার পিছনের দিকে বাঁকানো, কিন্তু ভেড়ী শিং বিহীন থাকে।
- বরেন্দ্র ও যমুনা অববাহিকার ভেড়ার চেয়ে এদের উল তুলনামূলকভাবে মিহি ও লম্বা। এদের উল বছরে ২-৩ বার কাটা হয়।
- ভেড়া ৫-৬ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়, ১০-১২ মাস বয়সেই বাচ্চা দেয় এবং বছরে দু'বার বাচ্চা দেয় এবং গর্ভকাল ১৪৫-১৪৮ দিন
- প্রতি বারে ২-৩টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চার গড় মৃত্যুর হারও কম (৫%)
- একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার ওজন ১৮-২৫ কেজি এবং ভেড়ীর ওজন ১২-২২ কেজি
- এই ভেড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে এরা তুলনামূলকভাবে বরেন্দ্র এলাকার ভেড়ার তুলনায় ছোট এবং আর্দ্র স্যাঁত-স্যাঁতে পরিবেশে বেশী অভ্যস্ত
- পর্যাপ্ত খাবার এবং উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দৈনিক ৩০-৫০ গ্রাম হারে ওজন বৃদ্ধি পায়।

ভেড়া পালন পদ্ধতি ঃ

ভেড়া বিভিন্ন পদ্ধতিতে পালন করা যেতে পারে। নিম্নে কিছু পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো ঃ

১. আধা নিবিড় সাবসিসটেন্স খামার পদ্ধতি-
- আমাদের দেশে সর্বত্র এ পদ্ধতিতে সারা বছর ভেড়া পালন করা হয়
- খামারীগন এককভাবে বা গরু/ছাগলের সাথে ২-৬ টি পর্যন্ত ভেড়া পালন করে থাকেন
- এ পদ্ধতিতে ভেড়া সারা দিন মাঠে/সড়ক পাড়ে/ফল বাগানে ইত্যাদি স্থানে চরে বেড়ায়ে ঘাস খায় এবং সকালে ও সন্ধায় সামান্য কুড়া, ভূষি, চাল ভাঙ্গা, টাটকা ভাতের মাড় খেতে দেয়া হয়
- রাতে ভেড়াকে গরু/ছাগলের সাথে একই ঘরে রাখা হয়

২. সম্পূর্ণ ছেড়ে পালন করা ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক খামার পদ্ধতি-
- এ পদ্ধতিতে সাধারনত ১৫-৪০টি ভেড়া পালন করা হয়
- এ পদ্ধতিতে খামারীগন অনেকটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভেড়া পালন করে থাকেন
- তবে এ পদ্ধতিতেও ভেড়ার জন্য কোন খাদ্য পরিকল্পনা নেয়া হয়না
- সাধারণত মাঠে/ফলের বাগানে, রাস্তার ধারে ভেড়া এককভাবে অথবা গরু/ছাগলের সাথে চরিয়ে ঘাস খেয়ে তার পুষ্টি যোগায়
- কোন কোন ক্ষেত্রে খামারীগন শুধু গর্ভবতী/দুগ্ধবতী ভেড়াকে কিছু চাউলের কুড়া, গম/ডালের ভূসি, চালভাঙ্গা, ভাতের মাড় খেতে দেয়
- ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ভেড়াগুলো অপুষ্টিতে ভোগে
- সাধারণত ভেড়াকে কোন কৃমি নাশক দেয়া হয় না
- রাতে ভেড়াকে গরু/ছাগলের এর সাথে একই ঘরে রাখা হয়

৩. বরেন্দ্র এলাকার আধা নিবিড় বাণিজ্যিক খামার পদ্ধতি-
- এ পদ্ধতিতে খামারে বছরে সময়ভেদে ৫০-১৫০টি ভেড়া পালন করা হয়।
- সধারণত উত্তাঞ্চলের বরেন্দ্র এলাকায় এ ধরণের ভেড়া পালন করা হয়।
- সাধারণত আমন ধান এবং রবিশস্য কাটার পর মাঠে চরে বেড়ায় এবং ঝরা ধান/ছোলা/খেসারী বা অন্যান্য ঝরা ফসল এবং নতুন গজানো ঘাস খেয়ে থাকে।

- এ সময়ে এদের কে বাড়তি কোন খাদ্য সরবরাহ করা হয় না।
- বর্ষাকালে নিচু জায়গা পানিতে ডুবে গেলে রেল লাইন, আম বাগান, লিচু বাগান, রাস্তার পাড়ে চরাণো হয়।
- এই আপদকালীন সময়ে এদেরকে শুকনা খড়, ঘমের ভূষি, চালের কুড়া এবং বৃষ্টি-বাদল হলে গাছের পাতা বা ঘাস সরবরাহ করা হয়।
- এ ধরণের খামারে ভেড়াকে বছরে সাধারণত ২ বার কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো হয়।

৪. উপকুলীয় চরে সম্পূর্ণ ছেড়ে ভেড়া পালন পদ্ধতি-
- এ পদ্ধতিতে ছোট খামারে ১০-৫০টি ভেড়া এবং বড় খামারে ২০০-৩০০টি ভেড়া পালন করা হয়
- চরাঞ্চলে গজানো দূর্বা ঘাস, লতা-পাতা ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ঘাস ভেড়ার মূলত পুষ্টির উৎস
- তবে এসব এলাকায় লবন ও চিংড়ী চাষ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভেড়া পালন এ এলাকায় ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে।
- মহিষ ও গরুর সাথে সাধারণত এখানকার ভেড়া চড়ে বেড়ায় । এক বা দু'জন রাখাল তাদের তত্ত্বাবধানে থাকে।
- তাদেরকে জোয়ারের সময় ও রাতে উচু যায়গায় নিয়ে অবস্থান করা হয়।
- এদেরকে পৃথকভাবে কোন ঘাস বা দানাদার খদ্য দেয়া হয় না। চরের কর্দমাক্ত ঘাস খেয়েই এরা বেড়ে উঠে। ফলে এরা প্রায়ই অপুষ্টিতে ভোগে।

৫. নিবিড় ভেড়া পালন পদ্ধতি-
- এ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় খামার পদ্ধতিতে ভেড়া পালন করা হয়। এ পদ্ধতিতে ভেড়া পালনে ভেড়ার সেড ও ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে খামারে ভেড়ার সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।
- এ পদ্ধতিতে খামার ব্যবস্থাপনায় ভেড়াকে নিয়ামত কাঁচা ঘাস, প্রক্রিয়াজাত খড় ও দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয়।
- এ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র খামারের জন্য সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ঘাস যথেষ্ট হয়, তবে বৃহৎ খামারের জন্য উচ্চ ফলনশীল ঘাস চাষের প্রয়োজন হয়।
- এ ধরণের খামারে সুষ্ঠু খাদ্য, স্বাস্থ্য, প্রজনন ও আবাসন ব্যবস্থা করতে হয়। তাছাড়া খামারের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও জৈব নিরাপত্তার উপর গুরত্ব দেয়া একান্ত জরুরী।

ভেড়ার খাদ্য, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

আমাদের দেশের ভেড়াকে সাধারণত ছেড়ে পালা হয় এবং এদের খাদ্য, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে এদের নিকট থেকে আশানুরূপ উৎপাদনও পাওয়া যায় না। অথচ ভেড়াকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস, পরিমিত প্রক্রিয়াজাত খড়, দানাদার খাদ্য, পর্যাপ্ত পরিমানে পরিস্কার পানি সরবরাহ এবং গরু-ছাগল থেকে পৃথক আবাসন ব্যবস্থা, নিয়মিত কৃমিনাশক চিকিৎসা ও টিকা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হলে এদের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি করা যায়।

ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

- সাধারণত ১৫-২০ কেজি ওজনের বয়স্ক ভেড়ার জন্য দৈনিক ১.৫-২.০ কেজি সবুজ/কাঁচা ঘাস খাওয়ানোর প্রয়োজন
- প্রতিটি ভেড়াকে দৈনিক ২৫০-৩০০ গ্রাম মিশ্রিত দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে
- ভেড়াকে দানাদার খাদ্য হিসাবে সাধারণতঃ চাল, গম, ভূট্টা ভাংগা, চালের কুড়া, গমের ভূষি, খৈল, মাসকলাই/খেসারী কলাই, ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়
- ভেড়াকে প্রচুর পরিমানে বিশুদ্ধ পানি খাওয়ানোর প্রয়োজন।

এক কেজি মিশ্রিত দানাদার খাদ্য প্রস্তুতে বিভিন্ন উপাদানের পরিমান

- গম/ভূট্টা/চাল ভাঙ্গা ৩০০ গ্রাম
- চালের কুড়া ৩০০ গ্রাম
- ডালের ভূষি/গমের ভূষি ২০০ গ্রাম
- খৈল (তিল/সোয়বিন/সরিষা) ১৫০ গ্রাম
- ঝিনুক গুড়া ২০ গ্রাম
- লবণ ৩০ গ্রাম

মোট = ১০০০ গ্রাম

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভেড়াকে ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ানো প্রয়োজন।
ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় প্রক্রিয়াজাত করতে বিভিন্ন উপকরণের পরিমান -

- ২-৩ ইঞ্চ করে কাঁটা খড় ১ কেজি
- চিটাগুড় ২২০ গ্রাম
- ইউরিয়া ৩০ গ্রাম
- পানি ৬০০ মি.লি

ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় (ইউ.এম.এস) প্রক্রিয়াজাত করণ ঃ

ইউ.এম.এস তৈরীর প্রথম শর্ত হল এর উপাদানগুলির অনুপাত সর্বদা সঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ ১০০ ভাগ ইউ.এম.এস এর শুষ্ক পদার্থের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস এবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে। খড় ভিজা বা মোলাসেস পাতলা হলে উভয়ের পরিমাণই বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রথমে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়ার পরিমাণ মেপে নিতে হবে। এর পর পানিতে ইউরিয়া ও চিটাগুড় মিশিয়ে উহা ভালভাবে খড়ের সাথে মিশাতে হবে। পানি বেশী হলে দ্রবণটুকু খড় চুষে নিতে পারবে না আবার কম হলে দ্রবণ ছিটানো সমস্যা হবে। শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে অস্তে ঝরণা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে,এবং সাথে সাথে খড়কে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড় দ্রবণ চুষে নেয় ।

এভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণ সমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ওজন করা খড়ের সাথে পুরো দ্রবণ মিশিয়ে নিলেই ইউ.এম.এস প্রাণিকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া মোলাসেস খড় সঙ্গে সঙ্গে ভেড়াকে খাওয়ানো যায় অথবা একবারে ২/৩ দিনের তৈরী খড় সংরক্ষণ করে আস্তে আস্তে খাওয়ানো যায়। তবে কোন অবস্থাতেই খড় বানিয়ে তিন দিনের বেশী রাখা উচিৎ নয়। কারণ তাতে খড়ে ইউরিয়া এবং মোলাসেস এর পরিমাণ কমতে থাকবে। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়াকে দৈনিক ৫০০-৮০০ গ্রাম পর্যন্ত ইউরিয়া-মোলাসেস প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো যেতে পারে। তবে ভেড়াকে প্রথম অবস্থাতেই উক্ত প্রক্রিয়াজাত খাদ্য একাবারে দেয়া যাবে না। প্রাথমিকভাবে দৈনিক অল্প অল্প করে প্রক্রিয়াজাত খড় সরবরাহ করে ৩/৪ দিনের মধ্যে উক্ত খাদ্য খাওয়ানোর অভাস করাতে হবে। এর পর থেকে দৈনিক পূর্ণ মাত্রায় প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো যেতে পারে।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়ালে সুবিধা ঃ

- ইউ.এম.এস ৬ মাসের উর্দ্ধে ভেড়া থেকে শুরু করে সকল বয়সের ভেড়াকে চাহিদা মত খাওয়ানো যায়।
- শুধু ইউ.এম.এস খাওয়ালেও ভেড়ার ওজন বৃদ্ধি পায়।
- যেহেতু ইউরিয়া ও মোলাসেস খড়ের সাথে ধীরে ধীরে খাচ্ছে, বিধায় বিষক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।
- কৃষক তার দৈনিক চাহিদা মত খড় প্রস্তুত করে প্রতিদিন খাওয়াতে পারেন।
- যেহেতু ইউরিয়া ও মোলাসেস খড়ের সাথে ধীরে ধীরে খাচ্ছে, তাই বিষক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।
- কৃষক তার দৈনিক চাহিদা মত খড় প্রস্তুত করে প্রতিদিন খাওয়াতে পারেন। তবে প্রক্রিয়াজাত খড় তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করে রাখা যাবে না। কেননা তখন উহার গুণগত মান কমে যাবে।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়ালে অসুবিধা

- ইউ.এম.এস পদ্ধতিতে ইউরিয়া মোলাসেস খাওয়ানোর তেমন কোন অসুবিধা নেই। তবে ছয় মাসের কম বয়সের ভেড়াকে ইউ.এম.এস খাওয়ানো যাবে না।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়াতে সাবধনতা অবলম্বন ঃ

- ইউ.এম.এস তৈরী করার সময় অবশ্যই ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে।
- ইউরিয়ার মাত্রা কোন অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না।

ভেড়ার বাসস্থান ব্যবস্থাপনা ঃ

ভেড়ার রোগ বালাই কম হলেও ভেড়ার তাপ সংবেদনশীল প্রাণী। অল্পতেই এদের ঠান্ডাজনিত অসুখ হতে পারে। তাই ভেড়ার বাসস্থান এর বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। খামার ব্যবস্থাপনায় ভেড়া পালন লাভজনক করতে হলে ভেড়ার জন্য পৃথক বাসস্থানের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে মাঁচায় বাসস্থান নির্মাণ করা যেতে পারে। বাসস্থানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বাসস্থান নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। বাসস্থানের জন্য অন্যান্য করণীয় ঃ

- ভেড়ার জন্য মাঁচার ঘর সবসময়েই অধিক উপযোগী
- ভেড়ার ঘর শুষ্ক, উঁচু ও পানি জমে না এরূপ স্থানে নির্মাণ করা প্রয়োজন
- ঘরে প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা ও ঘরের মেঝে সবসময়ে শুষ্ক ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে
- পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি এবং দক্ষিণ দিক খোলা স্থানে ভেড়ার ঘর নির্মাণ করতে হবে
- বাসস্থানের অন্য তিন দিকে ঘেরা পরিবেশ থাকবে যেখানে কাঁঠাল, ইপিল ইপিল গাছ বা ছাগলকে গাছের পাতা খাওয়ানো যায় এমন ধরণের গাছ লাগাতে হবে।
- একটি পূর্ণ বয়স্ক ভেড়ার জন্য ১.০ থেকে ১.৫ বর্গ মিটার বা ১০ থেকে ১৫ বর্গ ফুট এবং বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য ০.৩ থেকে ০.৮ বর্গ মিটার বা ৩ থেকে ৮ বর্গ ফুট জায়গা প্রয়োজন
- মাচায় ভেড়ার ঘর র্নির্মান ঃ
    - ভেড়ার ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাচা তৈরি করে তার উপর ছাগল রাখতে হবে।
    - ভেড়ার ঘরের মাঁচার উচ্চতা ১.০০ মিটার বা ৩.৩৩ ফুট এবং মাঁচা থেকে ছাদের উচ্চতা ১.৮-২.৪ মিটার বা ৬-৮ ফুট হবে।
    - গোবর ও চনা পড়ার জন্য ছাগলের ঘরের মেঝেতে বাঁশের চটা বা কাঠকে ১ সে.মি. ফাকা রাখতে হবে।
    - মাচার নিচ থেকে সহজে গোবর ও চনা সরানোর জন্য ঘরের মাঝ বরাবর উঁচু থাকবে যাতে করে দুই পার্শ্বে ঢালু রাখা যায়
    - ঘরের মেঝে মাটির হলে সেখানে পর্যাপ্ত বালি মাটি দিতে হবে
    - বৃষ্টিতে ভেড়ার ঘরে যাতে সরাসরি পানি না ঢোকে সে ব্যবস্থা নিতে হবে
    - শীত কালে রাতের বেলায় মাচার উপরের দেয়ালে চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যেন ঠান্ডা না লাগে।

ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

আমাদের দেশী জাতের ভেড়া আকারে ছোট, তবে এদের রোগবালাই কম হয়। অন্যদিকে সংকর জাতের ভেড়া আকারে বড় হয়, তবে এদের প্রজনন রোগ (Abortion) বেশী হয়। সাধারণত ভেড়ায় পিপিআর রোগ কম হয়। এরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কৃমি, শর্দি-কাঁশি, নিউমিনিয়ায় বেশী ভোগে। বর্ষাকালে এদের বাচ্চার মৃত্যুর হার বেশী এবং শুষ্ক মৌসুমে বাচ্চার মৃত্যুর হার কম হয়ে থাকে। বয়স্ক ভেড়া অত্যান্ত কষ্টসহিষ্ণু এবং মৃত্যুর হার অনেক কম হয়। সংক্রামক রোগের মধ্যে ব্রুসিলোসিস প্রধান। তবে অন্যান্য রোগও হয়ে থাকে।

ভেড়ার সুস্থতার লক্ষণ ঃ

- ভেড়া দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করবে। সুস্থ ভেড়া এক মনে খাদ্য গ্রহণ করে।

- কোন ভেড়া অসুস্থ হলে সেটি দল থেকে সরে ধীরে ধীরে চলে বা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।
- সুস্থ ভেড়ার মাথা শরীরের সাথে সমান্তরালভাবে থাকে এবং সবসময়ে সাবলীল ভঙ্গিতে চলাফেরা করে।
- ভেড়ার নাক ও চোখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, অর্থাৎ এতে কোন ময়লা লেগে থাকবে না।
- সুস্থ ভেড়া কোন রকম খুঁড়িয়ে হাটবে না।
- সুস্থ ভেড়ার পায়খানা দানাদার হবে এবং পায়ুপথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে।
- দুধের বাঁট এবং ওলান নরম ও স্পঞ্জের মত থাকবে, কোন প্রকার দানা বা শক্ত কিছু থাকবে না।
- ভেড়ার কাছে কোন আগন্তুক এলে সুস্থ ভেড়া সাবলীল ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে তাকাবে এবং কিছুক্ষণ পর পুণরায় খাদ্য গ্রহন শুরু করবে।

আমাদের দেশে ভেড়ার মূলত পিপিআর, নিউমোনিয়া ও কৃমিতে বেশী আক্রান্ত হয়। ভেড়ার সুস্থতার জন্য সব ছাগলকে বছরে দু'বার (বর্ষার শুরু এবং শীতের শুরুতে) কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে

ভেড়ার পিপিআর ঃ

রোগের উৎস ঃ - অসুস্থ পশুর সংস্পর্শে পিপিআর হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ - পিপিআর রোগ হলে ভেড়া পিঠ বাঁকা করে দাঁড়িয়ে থাকে।
- নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে তরল পদার্থ বের হতে থাকে।
- শরীরের তাপ বেড়ে যায় এবং পাতলা পায়খানা হয়।

চিকিৎসা ঃ - এ রোগের চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায় না।
- তবে পানি স্বল্পতা পূরণের জন্য স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
- ভেড়াকে পাঁচ মাস বয়সে পিপিআর টীকা দিতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তিন বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকে।

ভেড়ার নিউমোনিয়া ঃ

রোগের উৎস ঃ - সাধারণত বর্ষাকাল ও স্যাঁত স্যাঁতে আবহওয়ায় এ রোগ হতে দেখা যায় ।

রোগের লক্ষণ ঃ - ভেড়ার এ রোগ হলে প্রথমে ঠান্ডা ও পরে জ্বর হবে।
- নাক দিয়ে শ্লেষ্মা বের হতে থাকে।
- শরীরের তাপ বেড়ে যাবে এবং ঘন শ্লেষ্মা হওয়ায় শ্বাস ফেলতে কষ্ট হবে।

চিকিৎসা ঃ - এ রোগ চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায়।
- পরিষ্কার, শুষ্ক, মুক্ত বায়ু চলাচল উপযোগি বাসস্থান হতে হবে।
- ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ভেড়ার কৃমি রোগ ঃ

রোগের উৎস ঃ - চারণ ভূমি, খাদ্য এবং পানির মাধ্যমে কৃমি রোগ বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষণ ঃ - ভেড়ার এ রোগ হলে স্বাস্থ্যহানি হয়।
- শরির দূর্বল ও রক্ত স্বল্পতা দেখা দেবে।
- প্রজনন কম বা বিলম্ব হবে।
- ভেড়ার ডায়রিয়া হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ - এ রোগ চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায়।
- পরিষ্কার, শুষ্ক, মুক্ত বায়ু চলাচল উপযোগি বাসস্থান হতে হবে।
- ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমিনাশক চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ভেড়ী প্রজনন ও গর্ভবতী ভেড়ীর পরিচর্যা ঃ

- ভেড়ী গরম হওয়ার লক্ষন ঃ
  - ভেড়ী গরম হলে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, লেজ বাঁকিয়ে রাখে এবং ঘন ঘন লেজ নাড়ে
  - ভেড়ীর যোনীদ্বার দিয়ে সাদাটে মিউকাস বের হবে
  - ভেড়ীর খাওয়া-দাওয়া কমে যাবে, ডাকা-ডাকি করে
  - অন্যান্য প্রজাতির যেমন ছাগল/গাভী/মহিষ গরম হলে অন্য ছাগল/গাভী/মহিষ এর উপর লাফ দেয়, ভেড়ীর ক্ষেত্রে এ ধরণের স্বভাব সাধারণত দেখা যায় না।
- ভেড়ী গরম থাকার সময় ২০-৩৬ ঘন্টা। উক্ত সময়ের মধ্যে ভেড়ীকে পাল না দিলে ভেড়ী বার বার গরম হতে পারে।
- সাধারণত আমাদের দেশী জাতের ভেড়া ১২-১৫ মাসে প্রথম বাচ্চা দেয় এবং প্রতি বারে ২-৩ টি বাচ্চা দেয় এবং বছরে দু'বার বাচ্চা দেয়।
- অনেক সময়ে প্রসব পরবর্তী ২-৩ মাস প্রজনন করা হয় না, সে ক্ষেত্রে বিরতিকাল ৭-৮ মাস পর্যন্ত হয়।
- সংকর জাতের ভোড়া প্রতি বারে ১-২টি বাচ্চা দেয় (দেশী জাতীয় ভেড়ার সংঙ্গে সাধারণত পর্শ্ববর্তী দেশের ভোড়ার সংকরায়ন করা হচ্ছে) ।
- সংকর জাতের ভেড়া প্রজনন রোগে বেশী অক্রান্ত হয় এবং এদের পুনঃ প্রজনন ও গর্ভপাত এর (Abortion) হার বেশী হয়।
- সাধারনত পালের ভেড়া দিয়েই ভেড়ীকে পাল দেয়া হয়, ফলে খামারে আন্তঃ প্রজনন (Inbreeding) জনিত সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে
- প্রজননের সময় কম বয়সের পাঠীকে কম বয়সের পাঠার সাথে পাল দেয়া যাবে না। যদি পাল দেয়া হয় তখন এধরণের ভেড়ীর বাচ্চার মৃত্যুর হার বেশী হবে,
- প্রজননের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজন, বিশেষ করে গর্ভধারণের শেষ দু'মাসে যখন গর্ভস্থ বাচ্চা দ্রুত বৃদ্ধি পায় তখন গর্ভবতী মায়ের প্রচুর পুষ্টির খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- গর্ভবতী ভেড়ীর দানাদার মোট খাদ্যকে সমান দুই ভাগ করে সকালে ও বিকালে সরবরাহকরণ,
- গর্ভবতী ভেড়ীর খাদ্যে হঠাৎ পরিবর্তন আনা যাবে না, যেমন গর্ভবতী ভেড়ী কাঁচা ঘাসে অভ্যস্ত থাকলে তাকে হঠাৎ ইউ.এম.এস দেয়া ঠিক হবে না,
- সময়মত ফুল (Placenta) পড়লে তখন সাথে সাথে তা সরিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

নবজাত ভেড়ীর বাচ্চার পরিচর্যা

- প্রসবের পর পরই নবজাত বাচ্চার মুখমণ্ডল হতে পিচ্ছিল জাতীয় পদার্থ বা ময়লা পরিস্কারকরণ,
- পায়ের ক্ষুর ও নাভী কাটার পর সেখানে জীবানুনাশক ঔষধ দিয়ে মুছে দেয়া,
- বাচ্চাকে মায়ের সামনে রাখতে হবে, যাতে মা সহজে বাচ্চাকে চেটে পরিস্কার রাখতে পারে,
- ভেড়ীর নবজাত বাচ্চাকে দ্রুত (জন্মানোর আধ ঘন্টার মধ্যে) শাল দুধ খাওয়াতে হবে,
- ভেড়ীর বাচ্চা ঠান্ডায় কাতর, সে জন্য ভেড়ীর বাচ্চার শীত নিবারণের ব্যবস্থা করতে হবে,
- বাচ্চা প্রসবের পর ছাগল/ভেড়াকে প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম চিটাগুড় এবং ২ গ্রাম লবন মিশ্রিত পানি ২-৩ লিটার পর্যন্ত পান করালে বাচ্চা প্রসবের ধকল কমে আসে,
- এ সময়ে প্রসবকৃত ভেড়ীকে টাটকা জাউভাতসহ ভাল ঘাস সরবাহ করতে হবে,
- বর্ষাকালে ভেড়ার বাচ্চার মৃত্যুর হার বেশী, তাই বর্ষাকালে বাচ্চ ভেড়ার বিশেষ যত্ন নিতে হবে।